ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক, মাদক, এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম আমিক-এর মুখপত্র

ত্রৈমাসিক

আমিক বার্তা

৬ষ্ঠ বর্ষ ■ ১৬ সংখ্যা ■ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫

এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে কাজ করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

– অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দিন বলেছেন, এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে কাজ করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এইচআইভি ও এইডস বিষয়ক অ্যাডভোকেসি কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ১৮ মার্চ অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের এই কর্মশালায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পার্সনগণ উপস্থিত ছিলেন।

সেভ দ্য চিলড্রেন-এর গ্লোবাল ফান্ড-আরসিসি, ফেজ-২ প্রকল্পের সহযোগিতায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) এই কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালার উদ্দেশ্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেভ দ্য চিলড্রেনের উপ-পরিচালক শেখ মাসুদুল আলম। এতে মূল বক্তব্য তুলে ধরেন জাতীয় এইডস/এসটিডি এনএএসপি'র ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. মাহবুবা বেগম, ইউএন এইডস-এর উপদেষ্টা ডা. নাদিয়া রহমান ও ডাম-এর উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ও কান্ট্রি ফোকাল পয়েন্ট ল' এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড এইচআইভি নেটওয়ার্কের ফোকাল পার্সন মিলি বিশ্বাস পিপিএম এইচআইভি এইডস নিয়ে তাদের পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

সভায় স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, কারা অধিদপ্তর, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আইন ও বিচার বিভাগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, তথ্য, সমাজকল্যাণ, ধর্ম, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পার্সনসহ জাতিসংঘের এইচআইভি ও এইডস নিয়ে কর্মরত সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

মাদকের নেশা ত্যাগ করি, সুস্থ-সবল জীবন গড়ি

পুরুষ ও নারী কারাবন্দিদের পুনর্বাসনে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ চলছে

পৃথিবীর সব কারা কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য থাকে বন্দিরা যেন কারাজীবন শেষে স্বাভাবিক জীবনে আত্মনির্ভরশীলভাবে বেঁচে থাকতে পারে। মুক্তির পর তারা যেন মর্যাদা নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে। সে লক্ষ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পুরুষ কারাবন্দিদের জন্য মেনস্ পার্লার প্রশিক্ষণ এবং নারী কারাবন্দিদের বিউটিশিয়ান ও কারচুপি প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'ইমপ্রুভমেন্ট অব দ্য রিয়েল সিচুয়েশন অব ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজনস (আইআরএসওপি) ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের আওতায় এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলো পরিচালনা করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ও কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে পর্যায়ক্রমে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে এ পর্যন্ত ৩টি ব্যাচে ৬০ জন নারী কারাবন্দি এই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছে।

অপরদিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চলতি বছর জানুয়ারি মাসে পুরুষ কারাবন্দিদের ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মোঃ ফরমান আলী এই প্রশিক্ষণ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। যা কারাবন্দিদের সংশোধন ও ইতিবাচক জীবনের জন্য সহায়ক হবে।

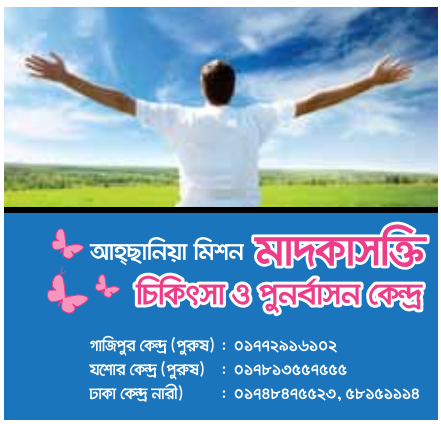

সম্পাদকীয়

মাদকাসক্তি এবং এইচআইভি ও এইডস এর মতো মরণব্যাধি যখন শান্তিপূর্ণ সমাজে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করছিল, তখন এসব সমস্যা প্রতিরোধের সংকল্প নিয়ে নব্বইয়ের দশকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠান 'আমিক' এর পথচলা শুরু হয়। সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগিদের মাধ্যমে এবং নিজস্ব উদ্যোগে আমিক উন্নয়ন পরিমণ্ডলে মাদক, তামাক এবং এইচআইভি ও এইডস এর বিষয়ে সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, ধূমপান হচ্ছে মাদক ব্যবহারের প্রথম ধাপ আর এইচআইভি আক্রান্তের ঝুঁকির প্রধান কারণগুলোর ভেতর একটি সুই-সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক ব্যবহার। বর্তমানে আমিক জাতীয় এইডস কমিটিতে থাকা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং তাদের আওতাধীন অধিদপ্তরগুলোর সঙ্গে এইচআইভি ও এইডস বিষয়ে অ্যাডভোকেসি কর্মশালার আয়োজন করছে। যার মূল উদ্দেশ্য নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং তাদের মাধ্যমে ইতিবাচক কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে আসা। যার মাধ্যমে প্রতিটি মন্ত্রণালয় তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে উক্ত বিষয়ে কাজ করার একটি দিক-নির্দেশনা তৈরি করতে পারবে।

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ নগরবাসীর জন্য বিশেষ করে দরিদ্র মানুষকে স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সাল থেকে এশীয় উন্নয়ন ও সুইডিশ ইন্টারন্যশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল এর সহায়তায় আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করে। আমিক দেশের স্বাস্থ্য সেবায় নিজেদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৩ সাল থেকে রাজধানীর উত্তরা ও কুমিল্লায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে।

উক্ত প্রকল্পের সঙ্গে রাজধানীর উত্তরায় চলছে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম। সেখানে যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি যক্ষ্মা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে আলোচনা সভার আয়োজন করা হচ্ছে।

এভাবে সময়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা থেকে শুরু করে সমাজের নানান সমস্যা মোকাবেলায় আমিক এর ভূমিকা আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এসব কার্যক্রম আরো গতিময় হবে, এ প্রত্যাশাই করছি।

ত্রৈমাসিক আমিক বার্তা
- ৬ষ্ঠ বর্ষ
- ১৬ সংখ্যা
- জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫

সম্পাদক: **কাজী রফিকুল আলম**
নির্বাহী সম্পাদক: **ইকবাল মাসুদ**
পরিমার্জন ও গ্রন্থনা: **জহিরুল আলম বাদল**
লেআউট ও ডিজাইন: **নাজনীন জাহান খান/AES**

এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে প্রয়োজন সচেতনতা

– মহাপরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেছেন, এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এইচআইভি ও এইডস বিষয়ক অ্যাডভোকেসি কর্মশালায় তিনি এ কন্তব্য করেন।

১১ মার্চ সেভ দ্য চিলড্রেন-এর গ্লোবাল ফান্ড-আরসিসি, ফেজ-২ প্রকল্পের সহযোগিতায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) আয়োজিত অ্যাডভোকেসি কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ বজলুর রহমান। কর্মশালার উদ্দেশ্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেভ দ্য চিলড্রেনের উপ-পরিচালক শেখ মাসুদুল আলম। কর্মশালায় মূল বক্তব্য তুলে ধরেন জাতীয় এইডস/এসটিডি এনএএসপি'র প্রোগ্রামের ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডা. মাহবুবা বেগম, সেভ দ্য চিলড্রেনের এইচআইভি সেক্টরের কর্মকর্তা ডা. ওমর ফারুক এবং আইসিডিডিআরবি'র কর্মকর্তা ডা. এজাজুল ইসলাম চৌধুরী ও ডা. তানভির। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডাম-এর উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

কর্মশালায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, উক্ত প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জাতিসংঘের এইচআইভি ও এইডস নিয়ে কর্মরত সংস্থার প্রতিনিধিরা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করুন

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে সফলতা দেখতে চাই

– মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী, জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহয়ের জেলা প্রকাশক মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী বলেছেন, কারাবন্দিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা চলছে। এতে অংশগ্রহণকারী স্বল্প সংখ্যক হলেও আমরা সফলতা দেখতে চাই।

অসহায়, দরিদ্র ও মাদকাসক্ত কারাবন্দিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সহায়তা বিষয়ে পক্ষদল সমূহের সঙ্গে কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জিআইজেড-এর যৌথ প্রকল্প আইআরএসওপি এবং এ প্রকল্পের ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত পুনর্বাসন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৬ মার্চ ময়মনসিংহের জেলা প্রকাশকের সম্মেলন কক্ষে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এর পর পৃষ্ঠা ৩

কারাবন্দিদের পুনর্বাসনে সমাজের সবাইকে আসতে হবে

– মেজবাহ উদ্দিন, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিন বলেছেন, কারাবন্দিরা আমাদের সমাজেরই অংশ। তাদের পুনর্বাসনের জন্য সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। অসহায়, দরিদ্র ও মাদকাসক্ত কারাবন্দিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সহায়তা বিষয়ক কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জিআইজেড-এর একটি যৌথ প্রকল্প 'ইমপ্রুভমেন্ট অব দ্য রিয়েল সিচুয়েশন অব ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজনস্' (আইআরএসওপি) ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন অংশের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। কারাবন্দিদের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও সহজলভ্যতার জন্য পক্ষ দলসমূহের সঙ্গে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ইলিয়াস হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাইমুল হাসান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ আলী আসলাম হোসেন, চট্রগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মোঃ ছগির মিয়া। এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সরকারি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রাইভেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এনজিও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা ও মতামত তুলে ধরেন। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী জাহিদ ইকবাল।

১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করুন

বন্দিদের পুনর্বাসনে কারা অধিদপ্তরের গুরুত্বারোপ

কারা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক সম্মেলনে বন্দিদের পুনর্বাসন বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা। 'রাখিব নিরাপদ দেখাবো আলোর পথ' এই শ্লোগানে মোট ৬৮টি কারাগার পরিচালনা করে আসছে কারা অধিদপ্তর। বন্দিদের জন্য বর্তমানে কারাগারকে সংশোধনের কেন্দ্র চিন্তা করা হচ্ছে। সে অনুযায়ী বন্দিদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের কাজও শুরু হয়েছে। বর্তমানে ১০টি কারাগারে এই প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের কাজ চলছে।

গত বছর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'কারা সপ্তাহ'। কারাগারের সুযোগ-সুবিধা, উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে কাশিমপুর কারাগার ক্যাম্পাসে প্রধানমন্ত্রী কারা সপ্তাহ উদ্বোধন করেন। এই বিশেষ সপ্তাহ চলাকালে ২৩ ও ২৫ ডিসেম্বর দেশের প্রতিটি কারাগারের জেল সুপার ও জেলারদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইফতিখার উদ্দিন, কারা উপ-মহাপরিদর্শক, প্রতিটি রেঞ্জের ডিআইজি ও কারা কর্মকর্তা, জিআইজেড প্রতিনিধি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাস্তবায়িত কারাবন্দিদের জন্য মাদকাসক্তি চিকিৎসা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন সেবা বিষয়ক প্রকল্পের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী জাহিদ ইকবাল। এ সময় দেশের সব কারাগার থেকে আগত জেল সুপার ও জেলারগণ উপস্থিত ছিলেন। এখানে কারাগারগুলোতে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে তারা মত দেন।

২ পৃষ্ঠার পর

কর্মশালায় উপস্থিত অতিরিক্ত জেলা প্রকাশক মোহাম্মাদ আব্দুল আহাদ বন্দিদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। কর্মশালায় ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে সিনিয়র জেল সুপার ইকবাল কবির চৌধুরী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পরিতোষ কুমার কুণ্ডু, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ জোয়াহের আলী মিয়া, সিনিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ আব্দুর রশিদ এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ।

স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প

রাজধানীর উত্তরায় ১ ও ১৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পর ডিএনসিসি পিএ-৫ এর উদ্যোগে ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

এ কর্মসূচিতে স্থানীয় ১২টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসবমুখর পরিবেশে এই সেবা গ্রহণ করে। প্রতিটি ক্যাম্পে নির্দিষ্ট এলাকার ডাক্তার, ফিল্ড সুপারভাইজার, প্যারামেডিক ও ল্যাব-টেশনিশিয়ানগণ উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্পে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের পাশাপাশি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের অন্যান্য সেবা সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত লিফলেট ও ব্রুশিয়ার প্রদান করা হয়।

যশোর কারাগারের ৪৪% বন্দি মাদক সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি আশঙ্কাজনক

– সাবিনা ইয়াসমিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), যশোর

যশোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাবিনা ইয়াসমিন বলেছেন, যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের ৪৪% বন্দি মাদক সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি আশঙ্কাজনক। দরিদ্র ও মাদকাসক্ত কারাবন্দিদের পুনর্বাসন ও চিকিৎসাসেবা বিষয়ক এক কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি যশোর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

জিআইজেড-এর অর্থায়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সরকারি-বেসরকারিভাবে পরিচালিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কৃষি ও পশু সম্পদ অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রতিনিধিগণ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিআইজেড-এর প্যারালিগ্যাল অ্যাডভাইজার সার্ভিসের ব্যবস্থাপক চঞ্চল মুখার্জী। বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সোহেল হাসান, কৃষি ও পশু সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নিত্য রঞ্জন বিশ্বাস, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ মাসুদ হোসেন এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এ সময় উন্মুক্ত আলোচনায় কারাবন্দিদের জন্য পুনর্বাসনের সুযোগ ও সমন্বয়ের বিষয়ে গুরুত্ব দেন বক্তারা।

বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ক্যাম্প কুমিল্লায় স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ পেল কিশোর-কিশোরীরা

পরিবার পরিকল্পনা সেবা সপ্তাহ পালন করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প ডিএনসিসি, পিএ-৫। এ উপলক্ষে ৮ থেকে ১৩ নভেম্বর প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ক্লিনিকে আগত মা ও শিশুদের সাধারণ সেবা দেয়া হয়। একই সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য প্রদানসহ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী।

এছাড়া পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে ফ্যামিলি প্ল্যানিং কো-অর্ডিনেটর ডা. শারমিন বিনতে মইনউদ্দিন ও ফিজিসিয়ান ডা. রোজীনা পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য প্রদান করেন।

নেউরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আমির হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার অ্যাডভোকেট নাজনিন আক্তার কাজল। অনুষ্ঠানে প্রকল্প ব্যবস্থাপক

এর পর পৃষ্ঠা ৫

কর্মদক্ষতা পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা

আরবান প্রাইমারি হেল্‌থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প (ইউপিএইচসিএসডিপি), ডিএনসিসি, পিএ-৫ এর নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র-২ এ ২৪ মার্চ এই প্রকল্পের কর্মদক্ষতা পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ.কে.এম মাসুদ আহসান। এতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ইউপিএইচসিএসডিপি'র প্রোগ্রাম অফিসার ও সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মাহমুদা আলী, আমিক-ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের সমন্বয়কারী মোঃ মোখলেছুর রহমান, ইউপিএইচসিএসডিপি, ডিএনসিসি পিএ-৫ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়াসহ প্রকল্পের কর্মকর্তারা।

কর্মশালায় ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পের প্রতিটি খাতের পারফরমেন্স তুলে ধরা হয়। এছাড়া প্রকল্প চলাকালীন বিভিন্ন প্রতিকূলতা নিয়েও আলোচনা করা হয়। পরে ২০১৫ সালে কীভাবে প্রকল্পের মানোন্নয়ন করা যায়, সে সম্পর্কে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ.কে.এম মাসুদ আহসান মূল্যবান মতামত দেন।

প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০-৪০ মিনিট হাটুন, উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিস থেকে দূরে থাকুন

৪ পৃষ্ঠার পর

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক আলোচনা করেন। এসময় ইউপিএইচসিএসডিপি, সিওসিসি পিএ-১ এর মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের কী ধরনের সেবা দেয়া হয়, সে সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেন তিনি। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৯৫১ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এদের মাঝে বিনামূল্যে প্রাইমারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সহ বিনামূল্যে ওষুধ দেয়া হয়।

মোঃ গোলাম রাসুল এবং নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৫ এর ফিজিসিয়ান ডা. ফারাহ্ কারনাইন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

'নারী ক্ষমতায়ন মানবিক উন্নয়ন' এই প্রতিপাদ্যে এবারে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ৬ মার্চ কুমিল্লায় আমিক-ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন আরবান প্রাইমারি হেল্‌থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প, সিওসিসি পিএ-১, জেলা মহিলা অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই দিবস উদযাপন করা হয়।

বিশ্ব নারী দিবস-২০১৫ উপলক্ষে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টায় নবাব ফয়জুন্নেছার সমাধিতে ফুল দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় প্রদর্শিত হয় নারীদের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও সচেতনতামূলক উপকরণ। মেলা পরিদর্শন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আ. ক. ম বাহাউদ্দীন বাহার, উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আব্দুর রউফ, জেলা প্রশাসক মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল প্রমুখ।

অপর দিকে কুমিল্লায় আমিক-ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন আরবান প্রাইমারি হেল্‌থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন করে। দিনের কর্মসূচির শুরুতে কুমিল্লা টাউন হল থেকে বর্ণাঢ্য এক র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি জেলা সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। র‍্যালি উদ্বোধন করেন বিএমএ সভাপতি ডা. গোলাম মহিউদ্দিন (দিপু)।

র‍্যালি শেষে জেলা সিভিল সার্জন অফিসের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিভিল সার্জন ডা. মুজিবর রহমান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ডা. সামছুদ্দিন আহম্মেদ। সভায় বক্তারা টিবি প্রতিরোধের উপায় এবং এর কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা সভায় আমিক-ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন আরবান প্রাইমারি হেল্‌থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প কুমিল্লা'র প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ গোলাম রসুল অংশগ্রহণ করেন।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম উত্তরায় শিক্ষকদের নিয়ে অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত

রাজধানীর উত্তরায় মাইলেশিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮ মার্চ আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২ এর কর্ম এলাকার এই অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

লক্ষণযুক্ত যক্ষ্মা রোগী চিহ্নিত করে সঠিক স্থানে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে সমাজের সবাইকে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান কলেজের প্রিন্সিপাল মোঃ আশরাফুল আলম। এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। সভায় জিএফএটিএম, টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতার ওপর মূল তথ্য নিয়ে আলোচনা করেন। যক্ষ্মার প্রাথমিক ধারণাসহ পূর্ণমেয়াদে নিয়মিত ওষুধ সেবনে যক্ষ্মারোগ সম্পূর্ণ নিরাময়ের সম্ভাবনা, যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে সামাজিক ধারণা, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সরকারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের করণীয় সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। এ সময় অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেন তিনি।

৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন করুন

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন

'যক্ষ্মা খুঁজব ঘরে ঘরে, করবো সুস্থ চিকিৎসা করে' এই প্রতিপাদ্যে ২৪ মার্চ আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জিএফএটিএম, টিবি কন্ট্রোল কার্যক্রমের আওতায় বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন করা হয়েছে। সকালে শাহবাগে জাতীয় যাদুঘরের সামনে থেকে বর্ণাঢ্য এক র‍্যালির মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি শুরু হয়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লাইন ডাইরেক্টর, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের পরিচালক এবং ব্র্যাকের পরিচালক (টিবি, ম্যালেরিয়া, ওয়াশ ও ডিইসিসি কর্মসূচি) ও অন্যান্য সহযোগী এনজিও এবং আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের টিবি কন্ট্রোল কার্যক্রমের কর্মকর্তাগণ। র‍্যালি শেষে মুক্ত আলোচনায় জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লাইন ডিরেক্টর যক্ষ্মা রোগীকে সাধারণ রোগীর মতো সেবা প্রদানের সহযোগিতা দিয়ে দেশকে যক্ষ্মামুক্ত করার আহ্বান জানান।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে আমিকের ভূমিকা

যক্ষ্মা বাংলাদেশের একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বিশ্বের ২২টি দেশে এখনো যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া যায়। এতে বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ। দেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ৭০% রোগ শনাক্তকরণ এবং ৮৫% চিকিৎসার সাফল্য অর্জন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

দেশে প্রতি বছর নতুনভাবে যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় ১ লাখ মানুষের মধ্যে ২২৪ জন। এছাড়া নতুন ও পুরাতন যক্ষ্মার জিবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় ১ লাখ মানুষের মধ্যে ৪১১ জন এবং এর মধ্যে মারা যায় ৪৩ জন।

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জিএফএটিএম ফান্ড পরিচালিত টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। এই প্রোগ্রামের আওতায় ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঢাকার উত্তরার ১নং ওয়ার্ডে ৪টি এবং কুড়িলের ১৭ নং ওয়ার্ডের ১টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে যক্ষ্মা নির্ণয় ও আক্রান্তদের সেবা প্রদান করে আসছে। এছাড়া এই প্রোগ্রামের আওতায় কমিউনিটি লিডার, কারখানা শ্রমিক, এইচআইভি নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও কর্মী, নন-গ্রাজুয়েট পিপিএস (ফার্মাসিস্ট) সহ এলাকাবাসীর মাঝে জারী গান, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে যক্ষ্মা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রতি মাসে প্রকল্পের কর্ম-এলাকায় গড়ে ৩০ জন নতুন যক্ষ্মারোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের পূর্ণমেয়াদে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৬১০ জন যক্ষ্মারোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

আমেনা খাতুন
মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন অফিসার, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

ফার্মেসি মালিকদের সঙ্গে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রনে অ্যাডভোকেসি সভা

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, জিএফএটিএম যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র-৩ (ফায়দাবাদ, উত্তরা) এর কর্ম-এলাকায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সচেতনতামূলক অ্যাডভোকেসি সভায় এলাকার ফার্মেসি মালিকগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল– 'নিয়মিত পূর্ণমেয়াদে ওষুধ খেলে যক্ষ্মারোগ সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য।' এ বিষয়ক তথ্য প্রদান করেন ফিজিসিয়ান ডা. রেহনুমা আফরিন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহ্ফিদা দিনা রুবাইয়া। ওরিয়েন্টশন পরিচালনা করেন জিএফএটিএম, টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে গার্মেন্টস কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার-৫ এর কর্ম-এলাকায় গার্মেন্ট কর্মীদের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের ওপর ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৯ জানুয়ারি আমিক-এর যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় এই ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিনহা ফেব্রিকস গার্মেন্টস লি.-এর ৫০ জন গার্মেন্টকর্মী অংশগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টেশনে জিএফএটিএম, টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের-মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন ডিএনসিসি, পিএ-৫ এর ইএসপি কার্যক্রমের প্রাইমারি স্বাস্থ্যসেবা, ক্লিনিক পরিচিতি এবং সুলভমূল্যে ডেলিভারি কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। পিএইচসিসি-৫ এর ফিজিসিয়ান ডা. নাহিদ ফারহানা নবী যক্ষ্মারোগ ও বাংলাদেশে পরিচালিত যক্ষ্মা কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশে ইপিআই কার্যক্রম ও আমিক–এর পথচলা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যসেবায় সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) একটি গুরুত্বপূর্ণ, উল্লেখযোগ্য ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ইপিআই একটি বিশ্বব্যাপী পরিচালিত কর্মসূচি। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সংক্রামক রোগ থেকে শিশুদের অকাল মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব রোধ করা। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি শুরুর আগে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৬টি রোগে মারা যেতো প্রায় আড়াই লাখ শিশু। এর এক ভাগ প্রতিরোধযোগ্য রোগে, বাকি এক ভাগ অন্যান্য রোগে মারা যেতো। এর মধ্যে এক বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশি।

১৯৭৯ সালের ৭ এপ্রিল বাংলাদেশে ১ বছরের কম বয়সী শিশুদের ৬টি সংক্রামক রোগের টিকা দেয়ার মাধ্যমে ইপিআই কার্যক্রম শুরু হয়। রোগগুলো হলো- শিশুদের যক্ষ্মা, পোলিওমাইলাইটিস, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, মা ও নবজাতকের ধনুষ্টংকার ও হাম। পরবর্তীতে ২০০৩ সাল থেকে সারা দেশে পর্যায়ক্রমে উল্লিখিত ৬টি সংক্রামক রোগের পাশাপাশি হেপাটাইটিস-বি এবং ২০০৯ সাল থেকে হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি ভ্যাকসিনসহ মারাত্মক ৮টি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে সরকার।

সরকারের ইপিআই কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত 'আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প' কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকার উত্তরায় ডিএনসিসি পিএ-৫, উত্তরার ১ ও ১৭ নং ওয়ার্ড এবং কুমিলায় সিওসিসি পিএ-১ এর আওতাভুক্ত এলাকার জনসাধারণকে বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি ইপিআই সেবা প্রদান করে আসছে। এই স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন সহায়তা করছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৪ সালে উত্তরা এলাকায় ১,১৮,৫৭২ জন শিশুকে ইপিআই টিকা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে হাম রুবেলা ৬২,৩৫১ জনকে, পোলিও ২৩,৭১১ জনকে, বিসিজি ১৭,৬৭৮ জনকে, প্যান্টা (ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, হিব, হেপাটাইটিস এই পাঁচটি রোগ) ১৪,৮৩২ জনকে টিকাদান কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। উল্লেখ্য, আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এই কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে এরই মধ্যে দেশের ১২টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা নিয়ে গঠিত 'ইমুনাইজেশন প্লাটফর্ম অফ সিভিল সোসাইটি ইন বাংলাদেশ' (আইপিসিএসবি) নামে একটি প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়েছে।

সাইদুল আলম সাইদ
এমআইএস অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অফিসার
ইউপিসিসিএইচভিপি ডিএনসিসি পিএ-৫

অপুর মাদকমুক্ত নতুন জীবন

'হাওর জঙ্গল মইষের শিং, এই তিনে ময়মনসিংহ' এই প্রবাদ-প্রবচনে এক সময় পরিচিত ছিল ময়মনসিংহ জেলা। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্রের লীলাভূমিতে জন্ম নেয় অপু মিয়া। তার বয়স ২৬ বছর, ৬ ভাই বোনের মধ্যে অপু দ্বিতীয়। দূরন্ত অপুকে ঘরে বেঁধে রাখা যেত না, সে ছিল বহির্মুখী। চা দোকানদার পিতা ও গৃহিণী মা অপুকে লেখাপড়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পার হতে পারেনি সে। বাধ্য হয়ে তার বাবা নিজের চায়ের দোকানে কাজে লাগিয়ে দেন। ছেলেকে ঘরমুখী করতে ১৭ বছর বয়সে অপুকে বিয়ে করান। বিয়ের দু'বছর পর তার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এদিকে চা দোকানের ব্যবসা ভালোই চলছিল।

চায়ের দোকানে বিভিন্ন ধরনের লোকজনের আসা-যাওয়া ছিল। সেখানে মাদকাসক্তরাও যাতায়াত করতো। এদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাদের সঙ্গে শুরু হয় ধূমপান। ধীরে ধীরে সিগারেটের সঙ্গে শুরু করে গাঁজা পান। এক পর্যায়ে মদ, ঘুমের ওষুধ পেরিয়ে আসক্ত হয় হেরোইনে। ফলে দোকানের হিসাব, চায়ের স্বাদ, পরিচ্ছন্নতাসহ নানান বিষয় নিয়ে ক্রেতাদের সঙ্গে ঝগড়া চলতে থাকে। মহল্লার মানুষের সঙ্গেও নানান ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে সে। সংসারে নেমে আসে অশান্তি।

প্রায় ৫ বছর আগে মাদক কিনতে গিয়ে পুলিশের কাছে প্রথম ধরা পড়ে অপু। এর ফলে তাকে জেলে যেতে হয়। কারাগারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত হয়েও মাদকের ভয়াল থাবা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেনি। এ পথ থেকে ফেরাতে তার স্ত্রী অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নেশায় ডুবে স্ত্রী আর সন্তানের কথাও ভুলে যায় অপু। প্রতিদিন পারিবারিক বিশৃঙ্খলায় সুখের সংসারে আগুন ধরে। নেশাগ্রস্ত স্বামীর শারীরিক-মানসিক নির্যাতন ও পারিবারিক অশান্তির কারণে তাকে ডিভোর্স দিয়ে চলে যায় স্ত্রী। অপুর ভেতরে কোনো আবেগ, সামাজিক-পারিবারিক বোধ-বিবেচনা এবং জীবনের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা কাজ করেনি। মাদকাসক্তির কারণে এ প্রতিবেদন লেখার ৭ মাস আগে দ্বিতীয়বারের মতো ফের কারাগারে যায় অপু। এবার তাকে সহযোগিতা করার জন্য পরিবারের কেউ এগোয় না। মাদকাসক্তি, কারা-অভিজ্ঞতা ও আপনজনদের বিরূপ আচরণ অপুর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। মাদকাসক্তির কারণে শরীর ও মনে অন্তর্নিহিত কষ্ট, ক্ষোভ, সর্বোপরি হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে তার জীবন। মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক করতে কারাভ্যন্তরে তাকে কাউন্সেলিং সেবা দেয়া হয়। ধীরে ধীরে জীবনের প্রতি মায়া জন্মে তার। এসময় আইনি সহায়তার জন্য ব্লাস্ট নামের একটি প্রতিষ্ঠান তাকে সহায়তা করে। ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে অপুকে জামিনে মুক্ত করে প্রতিষ্ঠানটি।

মাদকমুক্ত ও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্য যথাযথ চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল অপুর। কিছুদিন মাদকমুক্ত থাকাটাই চিকিৎসা নয়। পরিপূর্ণ চিকিৎসার সঙ্গে রয়েছে ধারাবাহিক কাউন্সেলিং, মনো-সামাজিক শিক্ষা, জীবনের পরিকল্পনা ও পারিবারিক সহযোগিতা। অপু ও তার মা-বাবা প্রথমে সিদ্ধান্তহীনতায় ছিলেন। তাদের মাঝে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা হয়। আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের গাজীপুর পুনর্বাসন কেন্দ্রে তাকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত হতে চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়। একই সঙ্গে অপুর প্রতি তাদের সম্পীতির জন্য পরিবারের সদস্যদের পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা দেয়া হয়। চিকিৎসা শেষে তাকে রিহ্যাবিলিটেশন সুপারভাইজারে মাধ্যমে একটি মুদি দোকানে কাজের ব্যবস্থা করা হয়। মূলত তার পুনর্বাসনের জন্য এটি ছিল অত্যন্ত জরুরি। নিয়মিত কাজ ও পরিবারের সহযোগিতায় অপু এখন মাদকের ভয়াল থাবা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারছে।

জাহিদ ইকবাল
প্রকল্প সমন্বয়কারী, আইআরএসওপি প্রকল্প

ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো সেভ দ্যা চিলড্রেনের স্কিলশেয়ার ওয়ার্কশপ

শিশু বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সেভ দ্য চিলড্রেনের আয়োজনে ২৩ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হলো ৫ম স্কিলশেয়ার ওয়ার্কশপ। এবছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড ক্যাম্পেইন স্কিলশেয়ার"। সেভ দ্য চিলড্রেনের ৩৪টি দেশের ১৪০ জন কর্মকর্তা ও প্রকল্পের অংশীদাররা যোগদান করে। বাংলাদেশ থেকে ওয়ার্কশপে ছিলেন ৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে সেভ দ্য চিলড্রেন থেকে লায়লা খন্দকার, ফারজানা রহমান ও তাসকিন রহমান, বংলাদেশ পেড্রিএটিক এসেসিয়েশন থেকে ডা. খসরু এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে ইকবাল মাসুদ। এই ওয়ার্কশপ আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল ক্যাম্পেইনের কৌশল নির্ধারণ করা যা পরিমাপযোগ্য, গনসচেতনতা বৃদ্ধি, সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ, সোশাল মিডিয়ার ব্যবহার, কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিশুদের অংশগ্রহণ, বাজেট ট্রাকিং ইত্যাদি বিষয়ে স্টাফদের দক্ষতাবৃদ্ধি, বর্তমান ভবিষ্যৎ কার্যক্রম বাস্তবায়নে পার্টনারদের অবদান রাখা এবং উভয় পক্ষই সহযোগিতা করবে।

আমিক
বাড়ি-১০/২, ইকবাল রোড, ব্লক- এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং পূরবী অফসেট প্রেস, ৭২৬/২৮, আদাবর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত
ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭১৮৭৪১৩২৪, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, Web: www.amic.org.bd